তারিখ ... 8 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা... 4 ...কলাম... 2

দৈনিক সংবাদ

27

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ বিকল্প ক্লাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রধারী শিবির কর্মীরা পক্ষকালের উপর দখল করে আছে। গত বছর ২২শে ডিসেম্বর ছাত্র শিবির কর্মীরা ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রী ও শিক্ষিকারাও তাদের লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পায়নি। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসীদের উৎখাতের জন্য সরকার উদ্যোগ নেয়নি। ফলে ৪ মাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। তারপর মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার পর শিবির কর্মীরা সশস্ত্র হয়ে হলে অবস্থান নেয়, তাঁরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে দেয়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তিও হতে পারেনি সশস্ত্র শিবির কর্মীর দাপটে।

শিবিরের দাবী হল উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে হবে। তার অপরাধ তিনি শিবিরের কথামত চলেন না। ফলে পড়াশুনা এখন বন্ধ। ক্যাম্পাসে চলছে অস্ত্রধারীদের রাজত্ব।

সরকারের নিকট বারবার আবেদন-নিবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে চাকসু ও ছাত্রঐক্য অবরোধ ঘোষণা করে। সরকার তারপর সজাগ হলেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে। ডাকলেন সকল রাজনৈতিক দলকে আলোচনার জন্য।

সাধারণ শিক্ষকরা অনেক দেখেছেন। তারা সরকারের এই বিলম্বিত উদ্যোগের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে আগ্রহী নন। তারা গত শনিবার থেকে এম ই এস কলেজে বিকল্প ক্লাস শুরু করেছেন। ছাত্ররা ক্লাস করছে।

দেশে শিক্ষিত বেকার সমস্যা আংশিক সমাধানের জন্য চালু হয়েছিল বিকল্প কর্মসূচী। ব্যাংক থেকে ঋণ দিয়ে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ট্যাক্সি ও মিনিবাস চালানোর ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু বিকল্প ক্লাসের কথা কেউ শোনেননি কোনদিন। এবার সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতার মুখে চালু হলো চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিকল্প ক্লাস। গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার গণতন্ত্রের সহনশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়েই কি সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্রদের শিক্ষাজীবন জিম্মি করে রেখেছেন? সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাবার অধিকার গণতন্ত্রের আদর্শ বলে তো কোথাও শোনা যায়নি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বিকল্প ক্লাস এই প্রথম। ঝড়ে উড়ে যাওয়া বিদ্যালয় ভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা গাছের নীচে ক্লাস করছে— এমন সচিত্র খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জরাজীর্ণ স্কুল ভবনে ক্লাস করা নিরাপদ নয় বলে অনেক প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃতির পাঠশালায় আসন গ্রহণ করে। তাহলো বিকল্প ব্যবস্থা আর চট্টগ্রামে চলছে বিকল্প ক্লাস। কারণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সন্ত্রাসী ঝঞ্ঝার কবলগ্রস্ত। এখানে নিরাপদে ক্লাস করা যায় না। হলে অবস্থান করা চলে না। সুতরাং বিকল্প উপায় খুঁজতে হলো।

শিক্ষক আর ছাত্ররা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তারা আবেদন-নিবেদন করে সরকারী মহলে সাড়া জাগাতে পারেননি। রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিকতা রক্ষায় যতটা আগ্রহী গণতন্ত্র রক্ষায় ঠিক সেই পরিমাণ উদাসীন। তাই সন্ত্রাসীদের শিক্ষাঙ্গন থেকে না হটিয়ে তাদের সঙ্গে আপোষের কথা ভাবছেন।

শিক্ষক-ছাত্ররা জানেন, সন্ত্রাসীরা কী ধরনের জীব। তাই তারা আলোচনার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে একটি পন্থা বের করেছেন নিজেরা উদ্যোগী হয়ে। তারা শুরু করেছেন বিকল্প ক্লাস। এটা তাদের নৈতিক সাফল্য। আর গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বলতার পরিচয়।

কোন আপ্তবাক্য আর মনোহারী রাজনৈতিক শ্লোগান দিয়ে তাদের ব্যর্থতা, নিষ্ক্রিয়তা তথা ভীরুতাকে ঢাকা যাবে না। এই বিকল্প ক্লাস তাদের দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতার প্রতিবাদ।

সন্ত্রাসী শক্তি এতদূর প্রবল হয়েছে যে, একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার তাদের টলাতে পারছেন না। আলোচনা করে সন্ত্রাসী শক্তিকে ঠেকানো যায় না। তারা তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র বাহিনী গড়েছে আল-বদর আল-শামসের অনুসরণে। এই সত্য ও তথ্যের প্রতি চোখ ফিরিয়ে থেকে এবং তাদের চরিত্র সম্পর্কে না জানার ভান করে ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এ ধরনের উদ্যোগ খুব বেশী কাজ দিতে পারে না।

যারা সশস্ত্র হয়ে দাবী পেশ করে তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার অর্থ পেশীশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ। এই নৈতিক পরাজয়ের পর কখনো প্রকৃত অর্থে শান্তি স্থাপন হয় না। গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারলে সেই অন্ধশক্তির কবলগ্রস্ত হতে হয়। স্বৈরাচার উৎখাতের পর শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের পুনরভ্যুত্থান সেই সাক্ষ্য বহন করে। আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশীশক্তির চরম মহড়া চলছে কয়েক বছর ধরে।

এই সমস্যা সমাধানে সরকারকে গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে যেমন, তেমনি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর উচিত সরকারের গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে সঠিক মতামত দিয়ে সহায়তা করতে এগিয়ে আসা।